

বাংলা বানানের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত (১৯৩৬ – ২০২২)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি উপাধিপ্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত
গবেষণা-অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষক

শ্যামাশ্যাম কৃষ্ণপূজারি চট্টোপাধ্যায়

পিএইচ.ডি নিবন্ধন সংখ্যা: AOOBE1100117

নিবন্ধন তারিখ: ২৭/ ১১/ ২০১৭

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপিকা গোপা দত্ত

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অভ আর্টস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২৩

ভূমিকা

বাংলা বানানবিধির সঙ্গে অ-ব্যাকরণগত যে-সব উপাদান সংশ্লিষ্ট থাকে, সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের স্বরূপ উন্মোচন বর্তমান গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। এই তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলিত উপযোগিতাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা বানানের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত যথাযথভাবে বিশ্লেষিত হলে ভবিষ্যতের বাংলা বানানবিধির সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। বিশেষত, পূর্ববর্তী দুটি বানানবিধির (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রণীত) শোচনীয় ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করা জরুরি।

সাম্প্রতিককালে, বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে বাংলা বানান বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার সংখ্যা নিতান্ত কম। বস্তুত, এই বিষয়ে দুটি মাত্র পিএইচ.ডি গবেষণার সন্ধান আমরা পেয়েছি। ড. জয়ন্ত কর্মকার এবং ড. মিতালী ভট্টাচার্যের গবেষণাকর্মদুটির বিস্তারিত তথ্য গ্রন্থপঞ্জিতে প্রদত্ত হয়েছে। এই দুটি গবেষণাই ঐতিহাসিক বিবরণমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। বাংলা বানানচর্চার কালানুক্রমিক ইতিহাস এই দুটি গবেষণা-অভিসন্দর্ভ থেকে জানা যাবে। কিন্তু বাংলা বানানবিধির সাফল্য-ব্যর্থতার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পূর্বোক্ত গবেষকদ্বয়ের আলোচ্য ছিল না। এমনকি, বাংলা বানান সম্পর্কিত বই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেলেও এই নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ অদ্যাবধি অচর্চিত রয়ে গেছে।

আমাদের লক্ষ্য, সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা প্রমিত বানানের তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণ। অভিসন্দর্ভের শিরোনামে ‘সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত’ শব্দবন্ধের তাৎপর্য এটাই। গবেষণার কালসীমা শুরু হয়েছে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির প্রথম সংস্করণ এই বছর প্রকাশিত হয়েছিল। প্রমিত বানানবিধির শুরুর মুহূর্ত থেকে আলোচনা শুরু করা সংগত বলে আমাদের মনে হয়েছে। অন্যদিকে, সাম্প্রতিকতম সময়কে ধরে ২০২২ সালে গবেষণার কালসীমায় ইতি টানা হয়েছে। আমাদের গবেষণাকর্ম প্রধানত সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের (socio-linguistics) দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণে চালিত। বানান প্রমিতকরণ ভাষা-পরিকল্পনার অংশ। সেদিক থেকে এই গবেষণাকর্মের কিয়দংশ প্রায়োগিক ভাষাবিজ্ঞানের (applied linguistics) সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট। সমগ্র গবেষণা-অভিসন্দর্ভে প্রয়োজনমায়িক একাধিক গবেষণা-পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। যেমন: প্রথম অধ্যায়ে ঐতিহাসিক উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির ব্যর্থতা প্রমাণ করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়টিও সমীক্ষা-নির্ভর। অন্যদিকে, তৃতীয়-চতুর্থ অধ্যায়ে গুরুত্ব পেয়েছে ঐতিহাসিক-তুলনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি।

প্রথম অধ্যায়: সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা তৎসম-তদ্ভব শব্দের বানান

প্রথম অধ্যায়টি বর্তমান গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামোর মুখবন্ধ-স্বরূপ। ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুরের *লাঁগ-পারোল* তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ‘বর্ণবিন্যাস’ (orthography) এবং ‘বানান করা’ (spelling) দুটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া বলে আমরা ব্যাখ্যা করেছি। কেন একটি বানানবিধি ব্যর্থ হয় — তা এই অধ্যায়ের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। সুনির্দিষ্টভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে —

- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি প্রকাশের (১৯৩৬ খ্রি) ২০ বছর পরে প্রকাশিত চারটি মান্য পত্রিকা ও একটি অভিধান সমীক্ষার জন্য আমরা বেছে নিয়েছি। এগুলি হল — সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সমকালীন, দেশ, প্রবাসী এবং সংসদ বাঙ্গালা অভিধান।
- উপর্যুক্ত সূত্রগুলি থেকে প্রায় ১০০০০ শব্দের বানান হাতে-কলমে (manually) নিরীক্ষা করা হয়েছে।
- আমাদের সিদ্ধান্ত: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি সর্বোচ্চ ৬১%-এর বেশি স্বীকৃতি পায়নি। বিদেশি শব্দের বানান বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ মোতাবেক লেখা হলেও তৎসম-তদ্ভব শব্দের বানান সহজে পরিবর্তিত হয়নি।

কেন একটি বানানবিধি ব্যর্থ হয় — তা এই অধ্যায়ের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। সুনির্দিষ্টভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্য বাংলা বানান-চর্চায় কোন্ কোন্ ক্ষেত্র অর্চিত বা উপেক্ষিত হয়ে গেছে, তা আমরা চিহ্নিত করেছি (উপ-অধ্যায় ১.৩)। বানানের এই ‘অন্ধকার অঞ্চল’ ভাষাচর্চাকারীদের কাছে গুরুত্ব না-পাওয়ায় বানানচর্চা অদ্যাবধি কেবল ব্যাকরণগত কূট-তর্কের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেয়েছে। বিকল্প ভাষার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। ‘এক শব্দ — এক বানান’ নীতি শুনতে চিত্তাকর্ষক বলে মনে হলেও বাস্তবে গ্রহণযোগ্য নয়। তাতে বরং ভাষা-ব্যবহারকারীর বিভ্রান্তি বাড়ে। ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ বানানকে সহসা পুরাতন (তথা বাতিল) বলে ঘোষণা করলে ব্যাকরণের মূল ভিত্তিকেই আঘাত করা হয়। বর্তমান অধ্যায়ের শেষে বানান-নিয়ন্ত্রক কয়েকটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদান চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলি হল: অপ্রাতিষ্ঠানিকতা, সাক্ষরতা, বহুভাষিকতা, ধ্বন্যর্থতত্ত্ব, ধর্ম, রাজনীতি, লিপি, প্রযুক্তি ইত্যাদি। প্রত্যেকটি উপাদানের প্রভাব উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: বিদেশি শব্দের বাংলা বানান: কয়েকটি প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পর্যবেক্ষণ

এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয়— কীভাবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং সামাজিকভাবে মান্য বিদেশি বানান-নীতি তৈরি করা যায়। ভারত এবং বাংলাদেশের বিবিধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ভাষা-পরিকল্পক সংস্থা এবং সংবাদপত্রের বানান থেকে সাধারণ কিছু সূত্র আমরা খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছি। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বিদেশি শব্দের বানান কীভাবে লেখা হচ্ছে তা বর্তমান অধ্যায়ে একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশ্বভারতী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি খতিয়ে দেখা হয়েছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে সাহিত্য সংসদ এবং *আনন্দবাজার পত্রিকা* বিদেশি শব্দের বানান কীভাবে লিখছেন, তা নিরীক্ষা করা হয়েছে। বাংলা বানান সংক্রান্ত আলোচনা বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ হতে পারে না। সেখানকার বাংলা একাডেমি (ঢাকা) এবং *প্রথম আলো* পত্রিকাগোষ্ঠীর বানানবিধিতে খুব বেশি ফারাক নেই। এইসব বানান-বিধিতে নীতিগত দুর্বলতা কিছু থাকলে, তা-ও উল্লেখ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে আমাদের মনে হয়েছে —

- অ-ভারতীয় শব্দের ক্ষেত্রে লিপ্যন্তরের প্রবণতা ত্যাগ করে ধ্বনিগত রূপান্তর করাই শ্রেয়। *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র বানানবিধি অবলম্বনে ধ্বনিগত রূপান্তরের অসুবিধা দেখানো হয়েছে।
- মূলানুগ উচ্চারণের দিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে বাংলার স্বাভাবিক লিখনরীতিকে ব্যাহত করা চলবে না। মূল উচ্চারণ বোঝানোর তাগিদে বাংলা লিপিতে অতিরিক্ত কোনো বর্ণের আমদানি

করাও কাম্য নয়। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে নতুন বর্ণ আমদানির প্রয়াস প্রায় সর্বত্র ব্যর্থ হয়েছে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি কিংবা বিশ্বভারতী — নতুন বর্ণ প্রচলনে কেউই সফল হননি।

- বিদেশি শব্দের লিখনরীতির ক্ষেত্রে যুক্তাক্ষরকে বর্জন করা সম্ভব নয়। তবে যুক্তাক্ষর ব্যবহারের সময় তা যেন বাংলা উচ্চারণের দলবিভাগের সঙ্গে মানানসই হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
- যে সব অ-ইংরেজি ভাষার শব্দের বিকৃত রূপ ইংরেজির মাধ্যমে বাঙালি প্রথমে চিনেছে, তাদের বিকৃত রূপটিকেই প্রচলনের খাতিরে মান্যতা দেওয়া যেতে পারে। যেমন, অ্যারিস্টটল, বুলোভার্ড ইত্যাদি।
- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ বিশ্বভারতীয় রক্ষণশীলতা কিংবা সাহিত্য সংসদ/ আনন্দবাজারীয় নিরীক্ষা-প্রবণতা – কোনোটাই কাম্য নয়। বানানের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থাই শ্রেয়।
- বাংলা ব্যতিরেকে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে নাগরী থেকে লিপ্যন্তর এবং অ-ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে ধ্বনিগত রূপান্তরের প্রবণতা বেশি। স্পষ্টতই, বানান এখানে ব্যাকরণকে যত না গুরুত্ব দিচ্ছে, ভারতীয় ভাষা নামক রাষ্ট্রিক পরিচয় তার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। তারই পাশাপাশি জনরুচির কথাও মাথায় রাখতে হচ্ছে।

প্রধানত দুটি বিপরীতধর্মী প্রবণতা বিদেশি শব্দের বানান নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। একদিকে বিদেশি উচ্চারণ বাংলা অক্ষরে যথাসাধ্য নির্ভুলভাবে প্রকাশের তাগিদ থাকে; অন্যদিকে, বিদেশি শব্দের বানানে বাঙালির উচ্চারণ কতটা গুরুত্ব পাবে, তা নিয়ে সংশয় থেকে যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধিতে সংস্কারপ্রয়াস এবং রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। ফলে এই বানানবিধি সুনির্দিষ্ট কোনো মীমাংসায় পৌঁছাতে পারেনি। বিশ্বভারতীর ক্ষেত্রেও একই সমস্যা। অতিরিক্ত রক্ষণশীলতার কারণে রবীন্দ্র-গ্রন্থ ব্যতিরেকে অন্যত্র এই বানানবিধি অব্যবহার্য। অন্যদিকে, *আনন্দবাজার পত্রিকা* নাগরী অক্ষর মানেই প্রামাণিক বানান বলে ধরে নিয়েছে। সেই বানান আদৌ বাঙালির উচ্চারণ বা বাংলা ব্যাকরণের সঙ্গে মানানসই হল কি না, তা বিবেচনা করেনি। সাহিত্য সংসদের পক্ষপাত বিদেশি উচ্চারণের দিকে। /f/ বা /v/ স্বনিমের উচ্চারণ যথাযথভাবে বোঝানোর জন্য বাংলায় একাধিক অক্ষর সংযোজনে সংসদ দ্বিধা করেনি। এই বানানবিধি অবশ্য সংসদ-প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ এবং অভিধানে অনুসৃত হয়নি। *সংসদ বিদেশি নামের উচ্চারণ* লেখক সুভাষ ভট্টাচার্যের বহুভাষিক প্রঞ্জার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু বাস্তবে এই জটিল বানানবিধি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া মুশকিল। দেখা যাচ্ছে, তৎসম-তদ্ভব শব্দের মতো বিদেশি শব্দের বানানও বহুবিধ সামাজিক উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলা ক্রিয়াপদের বানান নির্ধারণে সামাজিক প্রভাব

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ক্রিয়াপদের বানানে সামাজিক প্রভাব। গবেষণা নিম্নলিখিত পদ্ধতি মেনে অগ্রসর হয়েছে —

- ক্রিয়াপদের বানান বাংলা ব্যাকরণ-চর্চায় কতটা উপেক্ষিত, প্রথমে তার পরিসংখ্যানগত প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এই অমনোযোগের সম্ভাব্য কিছু কারণ আমরা খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছি।

- অথচ, কোনো বাক্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তার ক্রিয়াপদ। ইংরেজিতে একে বলে ‘heart of the sentence’। কারণ, এতেই সবচেয়ে বেশি তথ্য মজুত থাকে।
- বর্তমান পর্যায়ে অবলম্বিত মূল নীতি — বাংলা ক্রিয়াপদের বানান নির্ধারণ করতে হলে, তার উপাদানগুলিকে আগে গঠনগত দৃষ্টিকোণ থেকে চিনে নেওয়া দরকার। তারপরে বিচার করতে হবে, প্রত্যেকটি গাঠনিক উপাদানের বানান ঐতিহাসিক এবং সমকালিক যুক্তি অনুসারে কী হওয়া উচিত।
- প্রথমে ক্রিয়ার কাল, ভাব ও প্রকার — এই তিনটি পরিভাষা যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। তারপর বাংলা ক্রিয়াপদের গঠন ব্যাখ্যার জন্য একটি মৌলিক সূত্র আমরা উদ্ভাবন করেছি —
ক্রিয়াপদ = ধাতু (+ সাধিত বিভক্তি) + কাল-বিভক্তি_১ + পুরুষ-বিভক্তি_২ (+ স্বার্থিক বিভক্তি) (+ প্রকার-বিভক্তি + কাল-বিভক্তি_২ + পুরুষ-বিভক্তি_২)।
- এরপর বিবৃতিমূলক ভাবের ক্রিয়াপদের বানান নির্ধারণের জন্য ধ্বনিতত্ত্বের সাহায্যে ক্রিয়ারূপ নির্ণয় করা হয়েছে। উচ্চ এবং নিম্ন-কাণ্ডের ধাতুর তত্ত্ব প্রমাণাভাবে আমরা বাতিল করেছি।
- অতীতবাচক ক্রিয়াপদের রূপ নির্ধারণের জন্য অতীতবোধক বিভক্তির বিশ্লেষণ জরুরি। এই কাজে ঐতিহাসিক-তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আমাদের সিদ্ধান্ত, -ইল/-ল বিভক্তি আসলে নিষ্ঠা প্রত্যয় থেকে জাত।
- গবেষণার বর্তমান পর্যায়ে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের বানান অ-কারান্ত হওয়ায় সমস্যা তৈরি হয়, তার একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। আমাদের মতে, আনুমানিক ৩৬% ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী বানানগুলি সমস্যা তৈরি করতে পারে (উপ-অধ্যায় ৩.৩ দ্রষ্টব্য)।
- আমাদের মূল সিদ্ধান্ত জানানোর আগে পূর্বাচার্যগণ অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের বানান কীভাবে লিখে গেছেন, তা বিভিন্ন সূত্রের সাহায্যে যাচাই করা হয়েছে। যেমন, রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপির বানান নিরীক্ষা করা হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘প্রোজেক্ট বিচিত্রা’ থেকে।
- এছাড়াও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গলা ব্যাকরণ’ এবং ওডিবিএল গ্রন্থে ব্যবহৃত অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের বানান নিরীক্ষা করা হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধিতে ক্রিয়াপদের বানান আমরা নিরীক্ষা করে দেখেছি। ক্রিয়াপদের বানানের সাম্প্রতিক প্রবণতা বুঝে নিতে অধ্যাপক পবিত্র সরকার মহাশয়ের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।
- এইভাবে অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের বানানের মূল সমস্যাগুলি বুঝে নেওয়ার পর আমাদের প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। আমরা সর্বমোট ১০টি প্রস্তাব পেশ করেছি। প্রত্যেক ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রতিযুক্তি নথিবদ্ধ করে তাদের যথাযথ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।
- অনুজ্ঞার ক্রিয়াপদের বানানের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করে আমরা সুনির্দিষ্ট বিধির অভাব লক্ষ্য করেছি। এই সমস্যা দূরীকরণে বর্তমান গবেষণা পর্যায়ের শেষে সামাজিক দিক থেকে ব্যবহার্য কিছু বিকল্প বানানের প্রস্তাবও পেশ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে বোঝা যাচ্ছে, নামপদের মতো ক্রিয়াপদের বানানও ব্যাকরণের সঙ্গে বিবিধ সামাজিক উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

বর্তমান অধ্যায়ের পৃথক দুটি উপ-অধ্যায়ে বিবৃতিবাচক এবং অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের বানান কী হওয়া উচিত, তা যুক্তিসহ আলোচনা করা হয়েছে। এই ‘যুক্তি’ কেবল ব্যাকরণের যুক্তি নয়। একটি নির্ধারিত বানান

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে, সেটিও বিবেচনায় রাখা কর্তব্য। যেমন: অনুজ্জ্বাচক ক্রিয়াপদ হিসাবে মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থ বর্তমানে ‘কর্’ বানান প্রস্তাবিত হলেও ভবিষ্যৎ কালে ‘করিস’ লেখাই শ্রেয়। আপাতভাবে এই বানাননীতি স্ববিরোধী বলে মনে হতে পারে। বর্তমান কালের অনুজ্জ্বর বানান হস্-চিহ্নযুক্ত হচ্ছে, অথচ ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্জয় হস্-চিহ্ন বাদ যাচ্ছে কেন? এর কারণ সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য। বাঙালির লিখন-অভ্যাস সাধারণত হস্-চিহ্ন বর্জন করে। বণিক্, সম্রাট্, পৃথক্ ইত্যাদি শব্দের আজকাল আর হস্-চিহ্ন দেওয়া হয় না। ‘করিস’ অনুজ্জ্বাচক নাকি বিবৃতিবাচক অর্থে বলা হচ্ছে, তা বক্তার কণ্ঠভঙ্গির ওপর নির্ভরশীল। অধিধ্বনি (supra-segmental) যতিচিহ্ন দিয়ে বোঝানোই প্রথা। প্রশ্নবাক্য এবং বিবৃতির ফারাক এভাবেই হয়ে থাকে (‘আপনি খাবেন’ বনাম ‘আপনি খাবেন?’)। আর হস্-চিহ্ন বাদ দিলে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা (IPA) এবং রোমকে লিপ্যন্তরণ করাও সহজ হবে। সামগ্রিকভাবে, বাংলা ক্রিয়াপদের বানান কেবল ব্যাকরণের ওপর নির্ভরশীল নয়। প্রত্যেকটি ক্রিয়াপদ একটি বৃহৎ সংস্থানের (system) অন্তর্গত উপাদানরূপে বিবেচ্য। অন্যান্য ক্রিয়াপদের বানান, ভাষা-ব্যবহারকারীর শ্রমের সুরাহা, লিপ্যন্তরের সুযোগ ইত্যাদি একাধিক উপাদানের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে একটি ক্রিয়াপদের বানান নির্ধারিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলা লিপি এবং বানানের আন্তঃসম্পর্ক

চতুর্থ অধ্যায়ে বানান এবং লিপির আন্তঃসম্পর্ক নিরীক্ষিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমাদের মূল পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ —

- আপাতভাবে মনে হতে পারে, যে-কোনো ভাষা যে-কোনো লিপিতে লেখা যেতে পারে। আমাদের সিদ্ধান্ত, বানান এবং লিপির সূক্ষ্ম ভাষাতাত্ত্বিক স্তরে আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রমিত বানানের দ্বি-উপাদান গঠন ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
- ‘সর্বভারতীয় লিপি’ নির্মাণের বিষয়ে ইতোপূর্বে যে-সব উদ্যোগ নজরে পড়ে, প্রথমে সেগুলি আমরা খতিয়ে দেখেছি। বাংলা লিপির পরম্পরা ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে বিচার্য। বাংলা লিপির ঐতিহ্য বাংলা ভাষার চেয়েও সুপ্রাচীন। এরপর লিপি সংস্কারের উদ্যোগ প্রায়োগিকভাবে কতটা সফল হতে পারে, তা যাচাই করা হয়েছে।
- আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কিংবা অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তীর মতো কেউ কেউ রোমক লিপিতে বাংলা লেখার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। তাতে নাকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। আবার অন্য অনেকে কৃত্রিম কোনো ‘সর্বভারতীয় লিপি’-তে বাংলা-সমেত ভারতের যাবতীয় ভাষা লেখার প্রস্তাব দিয়েছেন।
- আচার্য সুনীতিকুমারের সর্বভারতীয় রোমক লিপি বানান সমস্যার সমাধান করার বদলে অধিকতর জটিল করে তোলে, তা বিবিধ উদাহরণ বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
- এরপর বর্তমান অধ্যায়ে আইআইটি মাদ্রাসের অধ্যাপক শ্রীনিবাস চক্রবর্তী প্রণীত ‘ভারতি’ লিপি এবং কৃষ্ণকুমার সিন্হা প্রণীত ‘ভারতী’ লিপির গ্রহণযোগ্যতা খতিয়ে দেখা হয়েছে। আমাদের বিবেচনায়, এই ধরনের নিরীক্ষা ভাষাকে তার লিখন-ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত করার প্রয়াস মাত্র। সর্বজনীন ভারতীয় লিপি মুদ্রণের সমস্যা আদৌ কমায় না, বরং বাড়িয়ে দেয়। জাতীয়তাবাদী আবেগের সঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানকে না মেশানোই শ্রেয়।
- ভারতি লিপির সমতুল্য পূর্ব পাকিস্তানের ‘শহজ বাংলা’ প্রস্তাবের (১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ) কথাও মনে পড়ে। আরবি অক্ষরে বাংলা লেখার প্রস্তাব সফল হয়নি। সর্বজনীন ভারতীয় লিপিরও একই

পরিণতি প্রত্যাশিত। লিপি এবং বানানের আন্তঃসম্পর্ক ভারতী লিপি এবং ‘শহজ বাংলা’ প্রস্তাবের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মুদ্রণের সুবিধার্থে লিপিকে একরৈখিক (linear) করার তাগিদ শেষপর্যন্ত বানানেও হস্তক্ষেপ করে। একরৈখিকভাবে ‘জ্ঞান’ -এর লিখলে উচ্চারণ বোঝা মুশকিল হয়ে যায়।

- পশ্চিমবঙ্গ ব্যতিরেকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে লিপি সংস্কারের ইতিহাস আমরা বিবেচনা করেছি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে ভাষাচিন্তার ইতিহাস অঙ্গঙ্গীভাবে জড়িত। পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি, বাংলাদেশে লিপি সংস্কার অ-ব্যাকরণগত সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদান দ্বারাই প্রধানত নিয়ন্ত্রিত।
- বস্তুত, লাইনোটাইপের আগমনের ফলেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে বানান সংস্কারে উদ্যোগ দেখা দিয়েছিল। এই অধ্যায়ের শেষাংশে ভাষার লেখ্যরূপ এবং মুদ্রণ-প্রযুক্তি কীভাবে বানান তথা ব্যাকরণের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠছে, তার স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে।

শেষপর্যন্ত আমাদের সিদ্ধান্ত, একটি জাতির লিপির সঙ্গে তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস জড়িত থাকে। লিপি এবং বানান পরস্পর সাপেক্ষ। ইতোপূর্বে বাংলা লিপি বর্জন করার প্রত্যেকটি প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। ভবিষ্যতে ভাষাবিজ্ঞানীদের ব্যক্তিগত নিরীক্ষা ব্যতিরেকে এই ধরনের প্রয়াসের আর কোনো সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির লিপির স্বচ্ছতাবিধানের প্রয়াসও প্রায় পরিত্যক্ত হয়েছে। ঢাকার বাংলা একাডেমিও স্বচ্ছ লিপির প্রস্তাব থেকে সরে এসেছেন। স্বাভাবিক বিবর্তনের বাইরে লিপির ক্ষেত্রে অন্তত আরোপিত সংস্কার-প্রয়াস কাজ করবে না বলেই মনে হয়।

পঞ্চম অধ্যায়: বাংলা বানানে বিকল্প স্বর

প্রমিত বাংলা বানান নিয়ে যত চর্চা হয়েছে, বাংলা বানানে বিকল্প স্বর সেই সাপেক্ষে বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে প্রায় অচর্চিত। বর্তমান পর্যায়ে বাংলা বানানের বিকল্প স্বর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে চর্চা করা হয়েছে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য — বিকল্পের বিপরীতে গত প্রায় আশি বছর কীভাবে একটি নির্দিষ্ট ধরনের বানান প্রমিত হয়ে উঠল, তা খতিয়ে দেখা। প্রমিতকরণের বিরুদ্ধে গড়ে-ওঠা বিকল্প বানান সম্পর্কে কোনো বিদ্যায়তনিক গবেষণা বাংলা ভাষায় হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। অথচ বিকল্পকে বাদ দিয়ে প্রমিতকরণের প্রক্রিয়া সম্যকভাবে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। নিছক ভুল বানান আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা কথা বলতে চাইছি বাংলা বানানের ইতিহাসে সচেতন বিকল্প নির্মাণের বিবিধ প্রয়াস সম্পর্কে।

বাংলা ব্যাকরণ নির্মাণের আদ্যুগে বাংলা বানানের নিজস্ব স্বরকে অবদমিত করে প্রমিতকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই প্রমিতকরণকে অস্বীকার করে একাধিকবার বাংলা বানানের বিকল্প পথ নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে। নীচে সেইসব বিকল্প প্রয়াস তালিকাবদ্ধ করা হল —

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লেখা জন মারডকের বানান-বিষয়ক পত্র
- যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির লিপি-সংস্কার প্রস্তাব
- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির বিপক্ষে দেবপ্রসাদ ঘোষের প্রস্তাব
- হাংরি-শ্রুতি প্রজন্মের বানান-নিরীক্ষা তথা অণুপত্রিকায় বিকল্প বানান
- নিরীক্ষামূলক বানান-ভিত্তিক কিছু সাম্প্রতিক গ্রন্থ

- অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তীর বাংলা বানান-সংস্কার প্রস্তাব
- পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি প্রসঙ্গে পলাশ বরন পালের প্রস্তাব
- পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধির অন্যান্য বিরোধীপক্ষ

বর্তমান অধ্যায়ে উপরি-উক্ত বিভিন্ন বিকল্প বানানের প্রস্তাবগুলি আমরা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য: প্রচলিত বিধির বাইরে বাংলা বানানের অন্যতর কোনো পন্থা তৈরি হওয়া সম্ভব কি না, তা যাচাই করে দেখা। সব মিলিয়ে আমাদের মনে হয়েছে, বিকল্প বানান মানেই পরিত্যাজ্য নয়। কিছু ক্ষেত্রে অন্তত ঐতিহাসিক বিকল্পের মধ্যে ভবিষ্যতে ব্যবহারযোগ্যতা নিহিত রয়েছে।

প্রমিত বানানের প্রতি ব্যাকরণগত আপত্তি থেকে খুব কম ক্ষেত্রেই বিকল্প বানান গড়ে ওঠে। বরং বিকল্প সম্ভাবনার পিছনে প্রণোদনা হিসাবে কাজ করে বিবিধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণ। কয়েকটি নির্দিষ্ট উদাহরণের সাপেক্ষে বর্তমান অধ্যায়ে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করা হয়েছে। জন মারডক প্রধানত বিদেশিদের সুবিধার কারণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে বানান সংস্কারের প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির প্রণোদনা ছিল মুদ্রণ-সহায়ক বাংলা বানানবিধি নির্মাণ। পরবর্তীকালে অণুপত্রিকার জগতের বানান-চেতনাও ব্যাকরণের বদলে মুদ্রণের সুবিধাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছে। অন্যদিকে আবার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধির বিরোধীগোষ্ঠীর একাংশ রাজনীতি, প্রকাশকের বাণিজ্যিক স্বার্থ, ব্যক্তিগত অসূয়া, প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা ইত্যাদি বহুমুখী আবেগের দ্বারা চালিত হয়েছেন। প্রমিত বানানের মতো বিকল্প বানানের আঙিনাতেও বিবিধ অ-ব্যাকরণগত উপাদান ক্রিয়াশীল থাকছে। প্রশ্ন তুলছে প্রমিতর যাথার্থ্য নিয়ে। আর প্রমাণ করছে, বানান একটি সামাজিক ঘটনা— ব্যাকরণগত নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়: সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বানান

পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বাংলাদেশের বাংলা বানানে সামাজিক উপাদানের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। অন্তত, ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানান-বিধি প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যন্ত ব্যাকরণগত যুক্তি কম গুরুত্ব পেত। তার বদলে ব্যক্তিগত প্রবণতা, ধর্মীয় আবেগ, রাষ্ট্রিক হস্তক্ষেপ ইত্যাদি দ্বারাই প্রধানত বাংলা বানানের গতিপথ নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু ব্যাকরণকেন্দ্রিক তর্ক-বিতর্ক বানান-আলোচনার প্রধান নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে সামাজিক উপাদানগুলির প্রভাব কমে আসায় পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তাদের বানান প্রায় অভিন্ন হয়ে উঠেছে। অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম বা অধ্যাপক মনসুর মুসার মতো বিরুদ্ধ স্বর যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা কিন্তু ব্যাকরণগত কারণে একাডেমির বানান-বিধির সমালোচনা করছেন না। তাঁদের আপত্তি সমাজতাত্ত্বিক।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশে বানান সংস্কারের ইতিহাস বিবৃত করেছি। এর জন্য স্বাধীন বাংলাদেশে বিবিধ শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন (কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন, জাতীয় শিক্ষা কমিশন ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, কুমিল্লা কর্মশিবির ইত্যাদি) দেখা হয়েছে। তারই পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তান আমলের ‘শহজ বাংলা’ প্রস্তাব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানান সংস্কার প্রস্তাব (১৯৬৮) ইত্যাদিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সবশেষে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বানান-বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ অবলম্বনে সেখানকার সাম্প্রতিক বানান-প্রবণতা

বুঝে নেওয়ার প্রয়াস করা হয়েছে। বাংলাদেশে বানান সংস্কারের ইতিহাস রাষ্ট্রিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সমান্তরাল হারে অগ্রসর হয়েছে। গত শতাব্দিক বছরের ইতিহাসকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে –

১। প্রথম পর্যায় (১৯৪৭ পূর্ববর্তী): উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্র তৈরির আগে পর্যন্ত আরবি অক্ষরে বাংলা লেখার বিক্ষিপ্ত কিছু উদ্যোগ নজরে পড়ে। তবে এই ধরনের উদ্যোগ বিশেষ জনপ্রিয়তা পায়নি।

২। দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি.): পাকিস্তানি শাসকদের উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাকে ঐতিহ্য-বিচ্যুত করার সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বাংলা লিপি পরিত্যাগ করা, আরবি-ফারসি শব্দের বহুল ব্যবহার, যুক্তাক্ষর ভেঙে দেওয়া ইত্যাদি প্রয়াসে শাসকের মদত ছিল। বাঙালি ভাষা-চিন্তকদের একাংশ এর প্রতিবাদও করেছিলেন।

৩। তৃতীয় পর্যায় (১৯৭২- ১৯৯২ খ্রি.): স্বাধীন বাংলাদেশে বানান-সংস্কারের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় এটিই। রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে উন্নত ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে ব্যবহার্য করে গড়ে তোলার বাসনায় বানান-সংস্কারের একাধিক সদর্থক উদ্যোগ এই কালসীমায় লক্ষ করা যায়। এই পর্যায়ে বাংলাদেশের বর্তমান প্রমিত বানান-বিধির কাঠামো পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও বাংলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে গড়ে উঠেছে।

৪। চতুর্থ পর্যায় (১৯৯৩-): এই পর্যায়ে বাংলাদেশের সর্বস্তরে বাংলা একাডেমি-নির্দিষ্ট বানানের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। একাডেমি-অনুসারী গ্রন্থের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

শব্দের বানান কেবল ব্যাকরণ দ্বারা নির্ধারিত হয় না। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বাংলা বানান সংস্কারের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে এই বক্তব্যের মূলগত সত্যতা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। ভাষাতত্ত্বের সীমানা ছাড়িয়ে বিবিধ সামাজিক উপাদানও প্রভাব বিস্তার করে বানান নিয়ন্ত্রণে। এই বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গের (এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের) বাংলা বানান সমতাবিধানের ইতিহাস থেকে কিছুটা প্রচ্ছন্নভাবে বোঝা যায়। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশের বাংলা বানান সংস্কারের ইতিহাস অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ভাষাতত্ত্ব-বহির্ভূত সামাজিক উপাদান (ধর্ম, রাজনীতি, জাতীয় চেতনা, মুদ্রণপ্রযুক্তি ইত্যাদি) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

সপ্তম অধ্যায়: আকাদেমি বানানবিধির প্রায়োগিক সাফল্য: সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন

সপ্তম অধ্যায়ের মূল অবলম্বন ক্ষেত্রসমীক্ষা। তিনটি পর্যায়ে এই সমীক্ষা করা হয়েছে। প্রথমত, বাস্তবের মাটিতে আকাদেমি বানানবিধির গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করার জন্য নবদ্বীপ শহরে সামাজিক পরিসরে দৃশ্যমান বানান নিরীক্ষা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিককালের তিনটি প্রতিনিধিস্থানীয় পত্রিকা এবং একটি সংবাদপত্রের বানানে আকাদেমির প্রভাব খতিয়ে দেখা হয়েছে। তৃতীয়ত, ডিজিটাল জগতে সরকারি ওয়েবসাইট, সামাজিক মাধ্যম, ই-পত্রিকা, সংবাদ পোর্টাল ইত্যাদির বানানেও আকাদেমির গ্রহণযোগ্যতা নিরীক্ষা করা হয়েছে। এই তিনটি ক্ষেত্র বিচার-বিশ্লেষণ করে আমাদের মনে হয়েছে, এখনও পর্যন্ত নির্বিকল্প বাংলা বানানের আদর্শ বাস্তবায়িত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বরং আকাদেমির বানানবিধি কিছু ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি বাড়িয়েছে। কেন এই ব্যর্থতা, তা অধ্যায়ের শেষে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

উপসংহার

এই সাতটি অধ্যায় জুড়ে তাত্ত্বিক কাঠামো স্থাপনের পর **উপসংহার** অংশে ভবিষ্যতের বাংলা বানানবিধির অভিমুখ নির্ণয়ের প্রয়াস করা হয়েছে। একটি বানানবিধি নির্মাণের সময় কোন্ কোন্ সমাজতাত্ত্বিক উপাদান নজরে রাখতে হবে, তা এই অংশে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বর্তমান গবেষণাকর্মের সীমানা ও সীমাবদ্ধতাও উপসংহারে আলোচিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট অংশে দু'জন বানান বিশেষজ্ঞের (অধ্যাপক পবিত্র সরকার এবং অধ্যাপক সুভাষ ভট্টাচার্য) সাক্ষাৎকার সংযোজিত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি এবং অন্যান্য সূত্রসমূহ

বাংলা গ্রন্থ

লেখক/সম্পাদক অনুল্লিখিত, *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম*. পরিমার্জিত সংস্করণের প্রথম মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৫.

— *পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গৃহীত বাংলা বানানবিধি*. সংশোধিত সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট, ২০০৩.

— *প্রথম আলো ভাষারীতি*. পঞ্চম সংস্করণ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭.

— *প্রসঙ্গ বাংলাভাষা*. দ্বিতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৩.

— *বানান ও বিন্যাস-বিধি*. প্রথম প্রকাশ, বিশ্বভারতী, ১৪২২ বঙ্গাব্দ (২০১৫ খ্রিস্টাব্দ).

আচার্য, পরমেশ. *বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা*. দ্বিতীয় সংস্করণ, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০০৯.

আজম, মোহাম্মদ. *বাংলা ও প্রমিত বাংলা সমাচার*. প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, অক্টোবর, ২০১৯.

— *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ*. দ্বিতীয় সংস্করণ, আদর্শ, ২০১৯.

আজাদ, হুমায়ুন. *বাঙলা ভাষা: বাঙলা ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধসংকলন (১৭৪৩-১৯৮৩)*. সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড, আগামী প্রকাশনী, ২০১৫.

আমীন, মোহাম্মদ. *অফিস-আদালতে বাংলা লেখার নিয়ম*. প্রথম প্রকাশ, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৫.

আলম, শফিউল. *প্রসঙ্গ: ভাষা বানান শিক্ষা*. প্রথম প্রকাশ, কাকলী প্রকাশনী, ২০০২.

আলীম, আব্দুল. *বাংলা বানান ও উচ্চারণ শিক্ষা*. প্রথম প্রকাশ, গতিধারা, ২০১১.

ইসলাম, রফিকুল প্রমুখ, সম্পা. *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ*. প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ২০১৬.

ইসলাম, রফিকুল এবং সরকার, পবিত্র, সম্পা. *বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*. প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০১২.

উমর, বদরুদ্দীন. *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*. আনন্দধারা প্রকাশন, ১৯৭০.

কুণ্ডুচৌধুরী, কুমুদ. *কগবরক লিপি বিতর্ক বানান বিতর্ক*. অক্ষর, ১৯৯৯.

কুস্তক. *শব্দ নিয়ে খেলা*. চতুর্থ সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ.

কুমার, মদনমোহন. *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস (প্রথম পর্ব)*. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ.

খান, হোসাইন রিদওয়ান আলী. *বাংলা শব্দ বর্ণ বানান*. নালন্দা, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০১২.

খাস্তগীর, আশিস, সম্পা. *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬- ১৮৫৫)*, প্রথম প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৬.

গঙ্গোপাধ্যায়, মলয়া. *ভাষাচর্চার একাল সেকাল*. প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড.

গুহ রায়, গৌতম, সম্পা. *ভাষাচর্চা: তর্ক বিতর্ক*. প্রথম প্রকাশ, সোপান, ২০১৩.

গোস্বামী, জয়. “ওঃ স্বপ্ন!”, *কবিতাসংগ্রহ ২*, তৃতীয় মুদ্রণ, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২.

গোস্বামী, শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ. *সপ্তপর্নী*. তৃতীয় সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, বাংলা ও সংস্কৃত মিশ্রভাষায় লিখিত গ্রন্থ.

ঘোষ, দীপঙ্কর, সম্পা. *প্রসঙ্গ: বাংলা ব্যাকরণ*. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১০.

ঘোষ, দেবপ্রসাদ. *বঙ্গালা ভাষা ও বাণান*. মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ.

ঘোষ, মণীন্দ্রকুমার. *বাংলা বানান*. দে'জ ষষ্ঠ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, শ্রাবণ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ.

চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ. *বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন*. দ্বিতীয় সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০.

চক্রবর্তী, বরুণকুমার, সম্পা. *তোমার সৃষ্টির পথ: আচার্য সুকুমার সেন স্মারক গ্রন্থ*. প্রথম প্রকাশ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০০৯.

চক্রবর্তী, বামনদেব. *উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ*. অক্ষয় মালধঃ, ২০১৮.

চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ. *পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র*. সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৬.

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার. *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, রূপা, ২০১৭.

— *সাংস্কৃতিকী (অখণ্ড সংস্করণ)*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৯.

— *নির্বাচিত রচনা সংকলন*, সম্পা. বারিদবরণ ঘোষ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ.

— *ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা*, রূপা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

চাকী, জ্যোতিভূষণ. *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*. আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭.

— *শুদ্ধ লেখো ভালো লেখো*. মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ.

চাকী, জ্যোতিভূষণ এবং দাশ, নির্মল. *নতুন বানান*. ২০০৯, পারুল প্রকাশনী.

চৌধুরী, বিদ্যুৎবরণ. *ভাষা-প্রযুক্তির কয়েকটি*. প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২.

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. “বাংলাভাষা-পরিচয়.” *রবীন্দ্র-রচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড)*, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, খণ্ড ১৩, বিশ্বভারতী, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ.

— *সাহিত্য*. তৃতীয় সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ.

দত্ত, বিজিতকুমার, সম্পা. *শতবর্ষ পরিক্রমা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ*. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৬.

দত্ত, সন্দীপ. *বাংলা গল্প-কবিতা আন্দোলনের তিন দশক*. প্রথম সংস্করণ, র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৩.

— *লিটল ম্যাগাজিন ভাবনা*. প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণাকেন্দ্র, ২০০০.

দাক্ষী, অলিভা. *চর্যা-গীতি ভাষা ও শব্দকোষ*. প্রথম সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১১.

দাশ, অসিতাভ, এবং বাগ্‌চী, প্রদোষকুমার. *বাংলা অভিধানের দুশো বছর ও তথ্যপঞ্জি (১৮১৭-২০১৭)*. প্রথম প্রকাশ, পত্রলেখা, ২০১৮.

দাশ, উত্তম. *হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন*. দ্বিতীয় প্রকাশ, মহাদিগন্ত, ২০০২.

দাশ, জীবনানন্দ. *ধূসর পাণ্ডুলিপি*. প্রথম সিগনেট সংস্করণ, সিগনেট প্রেস, ফাল্গুন, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ.

দাশ, নির্মল (সম্পা.). *সুনীতিবাবুর কীর্তিহার এবং* দি সী বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫.

দাশ, শিশিরকুমার. *ভাষাজিজ্ঞাসা*. চতুর্থ সংস্করণ, প্যাপিরাস, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ.

— *মোদের গরব মোদের আশা*. প্রথম প্রকাশ, চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৯৯.

দাশগুপ্ত, পুঙ্কর. *বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব*. সানন্দা কমলেশ্বর, ২০০২.

দাশগুপ্ত, প্রবাল. *কথার ক্রিয়াকর্ম*. প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৭.

দাস, সজনীকান্ত. *বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস*. দে'জ পাবলিশিং, ২০২০

দেবনাথ, দিলীপ. *বাংলা বানান ও শব্দের জগৎ*. দ্বিতীয় মুদ্রণ, আলেয়া বুক ডিপো, ২০১৮.

নাথ, মৃগাল. *ভাষা ও সমাজ*. নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৯.

পাল, পলাশ বরন. *আ মরি বাংলা ভাষা*. প্রথম প্রকাশ, অনুষ্টুপ, ২০১১.

— *ধ্বনিমালা বর্ণমালা*. দ্বিতীয় সংস্করণ, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১৫.

— *হক কথা*. প্রথম প্রকাশ, পরম্পরা, মে ২০১৩.

- *কথার কথা*, প্রথম প্রকাশ, পরম্পরা, ২০২০
- *কাজের কথা*, প্রথম প্রকাশ, অনুষ্ঠপ, ২০২২
- পাল, রজত. *সিন্ধু সভ্যতায় বৈদিক উপাদান ও সিন্ধু লিপির পাঠ*. খড়ি প্রকাশনী, ২০১৯.
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার. *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*. মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮-২০১৯.
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যরঞ্জন. *সংস্কৃত বনাম বাঙলা ব্যাকরণ*. সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৩.
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, সম্পা. *বাঙালির ভাষাচিন্তা*. প্রথম প্রকাশ, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০২.
- বর্মণ, বর্না. *বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাস*. প্রথম প্রকাশ, গাঙচিল, ২০২২.
- বসু, অরুণকুমার, সম্পা. *সারস্বত: বাংলার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত*. প্রথম প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৮.
- বসু, ত্রিপুরা. *বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠপরিক্রমা*. প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, ২০০০.
- *দুশো বছরের বাংলা নথিপত্র*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১
- বসু, মৃদুল কান্তি. *নতুন বাংলা বানান*. প্রথম সংস্করণ, মাদার পাবলিশিং, ২০০২.
- বসু, রাজশেখর. *প্রবন্ধাবলী*. পঞ্চম সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৪.
- বাগচি, সুকুমার. *বাংলা উচ্চারণের নিয়মাবলি*. প্রথম প্রকাশ, নাট্যকথা প্রকাশন বিভাগ, ২০২২.
- বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র. *সমগ্র ব্যাকরণ-কৌমুদী*. সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৫.
- বিশ্বাস, অচিন্ত্য. *বাংলা পুথির কথা*. বিদ্যা, ২০১৩.
- বিশ্বাস, রণজিৎ. *ব্যবহারিক বাংলা: যত ভুল তত ফুল*. কথাপ্রকাশ, ২০১৬.
- ভট্টাচার্য, দিনেন. *বানানের রবীন্দ্রনাথ*. ডি.এম. লাইব্রেরি, ২০০৩.
- ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী. *বাগর্থ*. পরিবর্ধিত ও সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৭.
- ভট্টাচার্য, মিতালী. *বাংলা বানানচিন্তার বিবর্তন*. পারুল প্রকাশনী, ২০০৭.
- ভট্টাচার্য, রমেন. *বাংলা বানানের নিয়ম ও অনিয়ম*. পঞ্চম মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, ২০১৬.
- ভট্টাচার্য, রীতা. *প্রেক্ষাপট পাণ্ডুলিপি: গ্রন্থ সম্পাদনার নানা কথা*. প্রথম প্রকাশ, ভারততত্ত্ব কেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪.
- ভট্টাচার্য, সুকুমারী. *সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়*. তৃতীয় মুদ্রণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৫.
- ভট্টাচার্য, সুভাষ. *ভাষার অভিমুখ*. প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০.
- *তিষ্ঠ ক্ষণকাল: বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*. পঞ্চম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩.
- *আধুনিক বাংলা প্রয়োগ অভিধান*. পঞ্চম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭.
- *ভাষাদিগন্তে নতুন আলো*. প্রথম প্রকাশ, প্রতিভাস, ২০১৬.
- *ভাষা ও সাহিত্যের তিন প্রসঙ্গ*. প্রথম সংস্করণ, সিগনেট প্রেস, ২০১৮.
- ভৌমিক, তাপস, সম্পা. *হরিচরণ*. প্রথম প্রকাশ, কোরক, ২০১৬.
- মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার. *সোজা বানান সরস লেখা*. দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫.
- মজুমদার, পরেশচন্দ্র. *বাঙলা বানান বিধি*. দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪.
- *বাঙলা ভাষা পরিক্রমা*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫
- *সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ*. দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭.
- মণ্ডল, সুবীর. *বাংলা লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ*. দে'জ পাবলিশিং, ২০১০.

মন্ডল, দেলওয়ার হোসেন. *আধুনিক বাংলা বানান ও লেখার নিয়ম কানুন*. প্রথম প্রকাশ, আফসার ব্রাদার্স, ২০১৯.

মালিখা, নাছিমউদ্দিন. *বাংলা বানান ও ট্র্যাকটাকি*. দ্বিতীয় মুদ্রণ, অনন্যা, ২০১৫.

মিত্র, সৌরভ. *শব্দের ভিতর ও বাহিরে*. প্রথম প্রকাশ, দ্য কাফে টেবল, ২০১৯.

মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ. *বানানের হাতবই*. দ্বিতীয় সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড.

মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র. *চিহ্নতত্ত্ব বা সেমিওলজি: সস্যুর থেকে দেরিদা*. তবুও প্রয়াস, ২০২১.

মুসা, মনসুর. *বানান: বাংলা বর্ণমালা পরিচয় ও প্রতিবর্ণীকরণ*. প্রথম প্রকাশ, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৭.

মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর. *আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান*. নয়া উদ্যোগ, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৯৯৭.

রহমান, মতিয়র. *ব্যাকরণের রস*. অবসর, প্রথম প্রকাশ: ২০১৫.

রহিম, আব্দুর. *বাংলাদেশের ভাষা-পরিকল্পনা*. প্রথম প্রকাশ, অবসর, ২০১৭.

রায়, অলোক. *সুকুমার সেন*. পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৬.

রায় বিদ্যানিধি, যোগেশচন্দ্র. *বাঙ্গালা ভাষা: প্রথম ভাগ (ব্যাকরণ)*. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ.

রায়, সিতেশ. *বাংলা বানান সমতা ও নয়া বরন পরিচয়*. প্রথম সংস্করণ, সংস্কৃতি প্রকাশন, ১৯৯৮

রায়গুপ্ত, প্রদীপ. *বাংলা বানান: রস ও রহস্য*. দ্বিতীয় সংস্করণ, ঋতাক্ষর, ২০২০.

রায়চৌধুরী, মাণিকলাল, সম্পা. *আ-মরি বাংলা ভাষা*. প্রথম সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ প্রধানশিক্ষক সমিতি, ফেব্রুয়ারি, ২০০৫.

রায়চৌধুরী, শিশির, এবং রায়চৌধুরী, সুশোভন, সম্পা. *ভাষাতত্ত্ব: উৎস, নির্মাণ ও প্রয়োগ*. প্রথম প্রকাশ, শ্রীময়ী প্রকাশনী, ২০১৯

রায়চৌধুরী, সুবীর. *সমাজ থেকে বানান*, প্রথম প্রকাশ, তালপাতা, ২০১০

লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন, প্রমুখ, সম্পা. *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ*. মাটিগন্ধা, ২০২০.

শ', রামেশ্বর. *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*. পুস্তক বিপণি, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ.

শরীফ, আহমেদ. *বাঙলাভাষা-সংস্কার আন্দোলন*. আগামী প্রকাশনী, ২০১৮.

শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ. *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*. মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮.

— *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*. মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৯.

শ্রীপাত্ত. *যখন ছাপাখানা এল*. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৬.

সরকার, পবিত্র. *বাংলা বানান সংস্কার: সমস্যা ও সম্ভাবনা*. দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪.

— *বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ*, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬.

— *বাংলা লিখন: নির্ভুল, নির্ভয়ে*. কথাপ্রকাশ, ২০১৯.

— *বানানের ক্লাস*, কথাপ্রকাশ, ২০১৯.

— *ভাষা, দেশ, কাল*. প্রথম সংস্করণ, জি.এ.ই. পাবলিশার্স, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ.

— *ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ*. দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮.

— *চম্ফি ব্যাকরণ ও বাংলা বানান*. পুনশ্চ, ২০১৩.

সরকার, স্বরোচিষ. *অকারণ ব্যাকরণ: ভাষা নিয়ে সরস কথা*. কথাপ্রকাশ, ২০১৯.

— *সর্বস্তরে বাংলা ভাষা: আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতা*. দ্বিতীয় মুদ্রণ, কথাপ্রকাশ, ২০১৬.

সিকদার, সৌরভ. *বাংলাভাষা ও বাংলাদেশের ভাষা*. প্রথম প্রকাশ, অবসর, ২০১৪.

সিন্হা, কৃষ্ণকুমার. *হাজার বছরের বাংলাভাষা— লিপি ও সাহিত্য*. ভারতী লিপি রিসার্চ সেন্টার, ২০২০.

সেন, অরুণ. *দুই বাঙালি, এক বাঙালি*. প্রথম প্রকাশ, অবভাস, ২০০৬.

সেন, দীপঙ্কর. *মুদ্রণচর্চা*. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০০.

সেন, সুকুমার. *ভাষার ইতিবৃত্ত*. ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১.

— সেন, সুকুমার. *প্রবন্ধ সংকলন*. সম্পা. সেন, সুভদ্রকুমার এবং সেন, সুনন্দনকুমার, প্রথম সংস্করণ, প্রথম এবং তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৪ এবং ২০১৭ যথাক্রমে.

— *ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধার্থ বাংলা-কোষ*. দ্বিতীয় মুদ্রণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৬.

সেন, সুকুমার এবং সেন, সুভদ্রকুমার. *বাঙালীর ভাষা*. প্রথম প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯০.

সেন, সুনন্দনকুমার. *ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবিজ্ঞান*. আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮.

— *ভাবনার ভূবন: ভাষা-সংস্কৃতি-ইতিহাস*. প্রথম সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৮.

— *মুহম্মদ শহীদুল্লাহ*. প্রথম প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৭.

সেনগুপ্ত, সমীর, এবং বসু, সমীর, সম্পা. *বাংলা বানান: বিতর্ক ও সমাধান*, প্রথম প্রকাশ, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৭.

হক, মাহবুবুল. *বাংলা বানানের নিয়ম*. দশম মুদ্রণ, সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৮.

হালদার, কল্পনা. *পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা*. প্রথম প্রকাশ, সাহিত্যলোক, ১৯৯৮.

হোসেন, শওকত, সম্পা. *বাংলাভাষার বানান সংস্কার: কলিম খান-মঈন চৌধুরী বিতর্ক*. প্রথম প্রকাশ, নালন্দা প্রকাশন, ২০০৭.

বাংলা প্রবন্ধ

আনোয়ার, শাকিল. “যে বৈষম্যের কারণে বাঙালিরা পাকিস্তান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়.” *BBC News বাংলা*, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২১. www.bbc.com, <https://www.bbc.com/bengali/news-55803132>

ঘোষ, বিশ্বজিৎ. “পূর্ববাংলা ভাষা কমিটির প্রতিবেদন ও বাস্তবতা.” *Risingbd Online Bangla News Portal*, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, <https://www.risingbd.com/opinion/news/214750>

চক্রবর্তী, জগন্নাথ. “বাংলা বানান সংস্কার প্রস্তাব”, *ভাষা*, মৃগাল নাথ সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ, এবং মুশায়েরা, ২০১৮.

চট্টোপাধ্যায়, স্যামন্তক. “সত্যজিৎ চর্চা: নামলিপির নেপথ্যে.” *কমিক্স ও গ্রাফিক্স*, বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, ২য় সংখ্যা, ২০১৬.

— “সত্যজিৎ রায়: শীর্ষচিত্র চর্চা.” *কমিক্স ও গ্রাফিক্স*, বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা.

দত্ত, শশিভূষণ, সম্পা. “সাময়িক প্রসঙ্গ (বাঙ্গালা বানানের নূতন নিয়ম).” *মাসিক বসুমতী*, ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩, <https://southasiacommons.net/artifacts/2341560/masik-basumati> . South Asia Commons.

দাশ, নির্মল. “রামমোহন রায়ের বাংলা ব্যাকরণ: তখন ও এখন.” *কোরক সাহিত্য পত্রিকা*, তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, রামমোহন রায় সংখ্যা, শারদ সংখ্যা ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, ২০১২.

মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ. “বাংলা বানান সংস্কারের রূপরেখা.” *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, উৎপল বা সম্পাদিত, ১২১ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ (মাঘ ১৪২২ বঙ্গাব্দ).

রায়, বিশ্বজিৎ. “বাংলা ভাষা সাহিত্যের চর্চা: কিছু পরিপ্রসঙ্গ.” *যত বেশি জানে তত বেশি মানে: একান্তবাদী সাহিত্য সমালোচনা বিরোধী প্রস্তাব*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, ২০১০.

সরকার, পবিত্র “ভাষাদিবসের চর্চা: বাংলা ভাষার কিছু কাজকর্ম.” *BanglaLive*, 21 Feb. 2022, <https://banglalive.com/bengali-language/>

বাংলা পত্রিকা

১৭৭৮ গ্রন্থচর্চা, অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৩.

অনুষ্টিপ (বিশেষ বাংলা পুঁথি সংখ্যা), অনিল আচার্য সম্পাদিত, ৪৯ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, ১৪২২ বঙ্গাব্দ.

আকাদেমি পত্রিকা, শাঁওলী মিত্র সম্পাদিত, ৪০ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৮.

উজাগর (ভাষা-সমাজভাষা সংখ্যা), উত্তম পুরকাইত সম্পাদিত, ষোড়শ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ.

উদ্বোধন, স্বামী কৃষ্ণনাথানন্দ সম্পাদিত, খণ্ড ১২৪, সংখ্যা ৭, ১০ জুলাই ২০২২.

এবং মুশায়েরা: বিশেষ ভাষা সংখ্যা, অতিথি সম্পাদক- মৃগাল নাথ, ২০১৮.

ঐতিহ্য The Heritage, ড. নন্দিতা ভট্টাচার্যি গোস্বামী সম্পাদিত, দ্বাদশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০২১.

সংবর্তক (ভাষা বিজ্ঞান-তত্ত্ব-দর্শন বিশেষ সংখ্যা- পর্ব ১), সৌরভ রঞ্জন ঘোষ সম্পাদিত, অষ্টাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০২২

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, উৎপল বা সম্পাদিত, ১২১ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ (মাঘ ১৪২২ বঙ্গাব্দ).

সাম্পান (ক্রোড়পত্র: রাজশেখর বসু), পল্লব সরকার সম্পাদিত, অষ্টম বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৮

মাসিক বসুমতী, শশিভূষণ দত্ত সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩,

<https://southasiacommons.net/artifacts/2341560/masik-basumati/>. South Asia Commons.

ইংরেজি গ্রন্থ

Carey, William. *A Grammar of the Bengalee Language*. The Mission Press, Srerampore, 1818, <https://archive.org/details/grammarofbengale00carerich/mode/2up>.

Chatterji, Suniti Kumar. *The Origin And Development Of the Bengali Language*. Rupa, 2017.

Chaudhary, Shreesh. *Foreigners and Foreign Languages in India: A Sociolinguistic History*. 1st ed., Foundation Books, 2011. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.1017/UPO9788175968493>.

Dasgupta, Sashi Bhusan. *An Introduction to Tāntric Buddhism*. University of Calcutta, 1950.

De, S. K. *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century (1800-1825)*. University of Calcutta, 1919

Diringer, David. *The Book Before Printing: Ancient, Medieval and Oriental*. eBook, Dover Publications Inc., 2013.

Downing, John. *Evaluating the Initial Teaching Alphabet*. Cassel, 1967.

Hannas, William C. *The Writing on the Wall: How Asian Orthography Curbs Creativity*. eBook, University of Pennsylvania Press, 2003. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.9783/9780812202168>.

Henderson, Leslie, editor. *Orthographies and Reading: Perspectives from Cognitive Psychology, Neuropsychology, and Linguistics*. eBook, Routledge, 2019.

Hulme, Charles, and R. Malatesha Joshi, editors. *Reading and Spelling: Development and Disorders*. Routledge, 2016.

Jaffe, Alexandra, et al., editors. *Orthography as Social Action: Scripts, Spelling, Identity and Power*. DE GRUYTER, 2012. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.1515/9781614511038>.

- Joshi, R. Malatesha, and P. G. Aaron, editors. *Handbook of Orthography and Literacy*. eBook, 1st ed, L. Erlbaum Associates, 2006.
- Katre, S. M., and P. K. Gode. *Introduction to Indian Textual Criticism*. Karnatak Publishing House, 1941.
- Kress, Gunther. *Early Spelling: Between Convention to Creativity*. eBook, Routledge, 2005. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.4324/9780203979327>.
- Mallik, Bhakti P (ed.). *Suniti Kumar Chatterji Commemoration Volume*, The University of Burdwan, First Published: 1981.
- Napoli, Donna Jo. *Linguistics: An Introduction*. Oxford University Press, 1996.
- Saussure, Ferdinand de. *Course in General Linguistics*. Translated by Wade Baskin, Philosophical Library, 1959.
- Sebba, Mark. *Spelling and Society: The Culture and Politics of Orthography around the World*. 1st ed., Cambridge University Press, 2007. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511486739>
- Singh, Udaya Narayana, and Shivarama Padikkal, editors. *Suniti Kumar Chatterji: A Centenary Tribute*. Sahitya Akademi, 1997.
- Thompson, Hanne-Ruth. *Bengali: A Comprehensive Grammar*. eBook, Routledge, 2010.
- Trabasso, Thomas R., et al., editors. *From Orthography to Pedagogy Essays in Honor of Richard L*. eBook, Taylor and Francis, 2014.
- Vasu, S. C. *The Aṣṭādhyāyī Of Pāṇini*. 8th Reprint, vol. 1 & 2, Motilal Banarsidass, 2017.

ইংরেজি শব্দ

- Bird, Steven. “Strategies for Representing Tone in African Writing Systems.” *Written Language & Literacy*, vol. 2, no. 1, July 1999. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.1075/wll.2.1.02bir>.
- DeCapua, Andrea. “Overview of Verbs and Verb Phrases: The Heart of the Sentence.” *Grammar for Teachers: A Guide to American English for Native and Non-Native Speakers*, edited by Andrea DeCapua, Springer International Publishing, 2017, https://doi.org/10.1007/978-3-319-33916-0_5
- Feitelson, Dina. “Teaching Reading to Culturally Disadvantaged Children.” *The Reading Teacher*, vol. 22, no. 1, 1968. <http://www.jstor.org/stable/20196046>. JSTOR.
- Haugen, Einar. “The Implementation of Corpus Planning: Theory and Practice.” *Progress in Language Planning*, edited by Juan Cobarrubias and Joshua A. Fishman, De Gruyter Mouton, 2012, <https://doi.org/10.1515/9783110820584.269>.

Hosten, H. “The Three First Type Printed Bengali Books.” *Bengal: Past & Present — Journal of Calcutta Historical Society*, vol. ix, no. 1 (serial no 17), Sept. 1914, <https://archive.org/details/bengalpastprese01socigoog/mode/2up>.

JERNUDD, BJÖRN H., and JYOTIRINDRA DAS GUPTA. “TOWARDS A THEORY OF LANGUAGE PLANNING.” *Can Language Be Planned?*, edited by BJÖRN H. JERNUDD and JOAN RUBIN, University of Hawai'i Press, 1971, <https://doi.org/10.2307/j.ctv9zckn9.15>. JSTOR

Kloss, Heinz. *Research Possibilities on Group Bilingualism: A Report*. International Centre for Research on Bilingualism, 1969, <https://eric.ed.gov/?id=ED037728>

Lyytinen, H., and M. Aro. “Children’s Language Development and Reading Acquisition in a Highly Transparent Orthography.” *Handbook of Orthography and Literacy*, edited by R.M. Joshi and P.G. Aaron, First Published, Routledge, 2016.

Venezky, Richard L. “Principles for the Design of Practical Writing Systems.” *Anthropological Linguistics*, vol. 12, no. 7, 1970, <http://www.jstor.org/stable/30029259>. JSTOR.

Winner, Thomas G. “Problems of Alphabetic Reform among the Turkic Peoples of Soviet Central Asia, 1920-41.” *The Slavonic and East European Review*, vol. 31, no. 76, 1952, <http://www.jstor.org/stable/4204408>. JSTOR.

অভিধান/ কৌশল

Dasgupta, Birendramohan, editor. *Samad English-Bengali Dictionary*. Fifth Edition (60th impression), Sahitya Samsad, 2002.

Wehmeiner, Sally, editor. *Oxford Advanced Learner’s Dictionary*. 7th Edition, Oxford University Press, 2005, (<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/>)

আচার্য, পি. *শব্দসন্ধান শব্দাভিধান (১-৩ খণ্ড)*. বিকাশ গ্রন্থ ভবন, ২০০৩, ২০০২, ২০০৩ (যথাক্রমে).

চক্রবর্তী, জগন্নাথ. *মণিমঞ্জুসা*. বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ (১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ).

দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন. *বঙ্গালা ভাষার অভিধান*, দ্বিতীয় সংস্করণ :১৯৩৭, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২০২০ (<https://dsal.uchicago.edu/dictionaries/dasa/>)

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ (সম্পা.) *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, সাহিত্য অকাদেমী, ২০০৭.

বসু, রাজশেখর (সম্পা.). *চলন্তিকা*, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪২১ বঙ্গাব্দ.

বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ (<https://www.banglapedia.org/>)

বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র (সম্পা.). *সংসদ বাংলা অভিধান*, ত্রয়োবিংশতিতম মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, জুলাই, ২০১৬, (<https://dsal.uchicago.edu/dictionaries/biswas-bangala/>)

ভট্টাচার্য, সুভাষ. *বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান*. চতুর্থ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩.

— *সংসদ বিদেশি নামের উচ্চারণ*. চতুর্থ মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, ২০১৭.

মুখোপাধ্যায়, অশোক. *সংসদ ব্যাকরণ অভিধান*. ষষ্ঠ মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, ২০১৭.

মুরশিদ, গোলাম. *বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান*. প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ২০১৩.

মিত্র, সুবলচন্দ্র. *আদর্শ বাঙ্গালা অভিধান*. তৃতীয় সংস্করণ, নিউ বেঙ্গল প্রেস লিঃ, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ.

সরকার, পবিত্র প্রমুখ (সম্পা). *আকাদেমি বানান অভিধান*. চতুর্থ সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, নভেম্বর, ২০০৩.

— *বানান-বিবেচনা: একটি অভিনব বানান অভিধান*. কারিগর, ২০১৬.

— *ব্যবহারিক বাংলা বানান-অভিধান*. লতিকা প্রকাশনী, ২০১৮.

হক, কাজী রফিকুল. *বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*. প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ২০০৭.

হক, মাহবুবুল (সম্পা.), *খটকা বানান অভিধান*. ষষ্ঠ মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ২০২০.

হক, মুহম্মদ এনামুল প্রমুখ (সম্পা.). *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*. সপ্তদশ পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ২০১৪.

সামাজিক মাধ্যম/ ব্লগ

টুইটার – সূর্যকান্ত মিশ্র (https://twitter.com/mishra_surjya?lang=en)

ড. মোহাম্মদ আমীন: ব্লগ (<https://draminbd.com/home/>)

ফেসবুক পৃষ্ঠা- কলকাতা পুলিশ (<https://www.facebook.com/kolkatapoliceforce/>)

ফেসবুক পৃষ্ঠা- এগিয়ে বাংলা (<https://www.facebook.com/wb.gov.in/>)

ফেসবুক পৃষ্ঠা- পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ (<https://www.facebook.com/WBPolice/>)

সংবাদপত্র/ সংবাদ পোর্টাল

আনন্দবাজার পত্রিকা/ আনন্দবাজার অনলাইন (<https://www.anandabazar.com/>)

বাংলালাইভ ডট কম (<https://banglalive.com/category/cover-story/>)

BBC News বাংলা (<https://www.bbc.com/bengali>)

রাইজিংবিডি ডট কম (<https://www.risingbd.com/>)

সংবিধান, সরকারি ওয়েবসাইট, সরকারি মহাফেজখানা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (<http://bdlaws.minlaw.gov.bd/>)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি). <http://www.nctb.gov.bd/> , Accessed 22 June 2022.

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ-শিক্ষা মন্ত্রণালয়. <http://www.shed.gov.bd/> , Accessed 22 June 2022.

Bangladesh Education Commission Report (by Md. Quadrat-e-Khuda). May 1974.

Murdoch, John. *Letter to Babu Ishwar Chandra Bidyasagar on Bengali Typography*. 22 Feb. 1865,

<https://indianculture.gov.in/rarebooks/letter-babu-ishwar-chandra-bidyasagar-bengali-typography>

The Constitution of India. (<https://legislative.gov.in/constitution-of-india>)

সমিতির প্রতিবেদন, সভার কার্যবিবরণী

Minutes of the Senate and the Faculties for the Year 1936. Minutes, Accession No. 104710, Calcutta University Press, 1936, https://www.caluniv.ac.in/digital-lib-dev/ebook/pdf_view.php?pdflink=https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/calcutta-university/minutes-of-the-senate-provisional-committee-syndicate-council/minutes_1936.pdf&cat_type=A

Minutes of the Syndicate: For the Year 1935, Part Iv. Minutes, Accession No.100890, Calcutta University Press, 1935, https://www.caluniv.ac.in/digital-lib-dev/ebook/pdf_view.php?pdflink=https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/calcutta-university/minutes-of-the-senate-provisional-committee-syndicate-council/minutes_1935_p4.pdf&cat_type=A.

Minutes of the Syndicate: For the Year 1935, Part v. Minutes, Accession No.103161, Calcutta University Press, 1935, https://www.caluniv.ac.in/digital-lib-dev/ebook/pdf_view.php?pdflink=https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/calcutta-university/minutes-of-the-senate-provisional-committee-syndicate-council/minutes_1935_p5.pdf&cat_type=A.

Minutes of the Syndicate: For the Year 1936, Part v. Minutes, Accession No. 109498, Calcutta University Press, 1936, https://www.caluniv.ac.in/digital-lib-dev/ebook/pdf_view.php?pdflink=https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/calcutta-university/minutes-of-the-senate-provisional-committee-syndicate-council/minutes_1936_p5.pdf&cat_type=A.

Report of the East Bengal Language Committee, 1949. Officer on Special Duty (Home Deptt.), East Pakistan Govt. Press, 1958.

গবেষণা-অভিসন্দর্ভ

ঘোষ, জয়দীপ. *গ্রন্থনির্মাণ, গ্রন্থপ্রকাশ ও রবীন্দ্রনাথ*. পিএইচ.ডি গবেষণা-অভিসন্দর্ভ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭, <http://hdl.handle.net/10603/402108>.

দাশ, নির্মলকুমার. *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ*. পিএইচ.ডি গবেষণা-অভিসন্দর্ভ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, <http://hdl.handle.net/10603/151273>.

বিশ্বাস, জয়ন্ত. *বাংলা বানান নির্মাণে পত্র-পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা*. পিএইচ.ডি গবেষণা-অভিসন্দর্ভ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬, <http://hdl.handle.net/10603/209692>.

Bandyopadhyay, Lily. *Suniti Kumar Chatterji-- The Linguist*. PhD Thesis, Department of Linguistics, University of Calcutta, 2013, <http://hdl.handle.net/10603/154786>.

Khondkar, Muhammad Abdur Rahim. *The Portuguese Contribution to Bengali Prose, Grammar and Lexicography*. PhD thesis, School of Oriental and African Studies, University of London, 1971. DOI.org (Datacite), <https://doi.org/10.25501/SOAS.00028588>.

Qayyum, Muhammad Abdul. *A Critical Study of the Bengali Grammars of Carey, Halhed and Haughton*. School of Oriental and African Studies, University of London, 1974. eprints.soas.ac.uk, <https://doi.org/10.25501/SOAS.00029000>.

সাক্ষাৎকার

অধ্যাপক সুভাষ ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার. শ্রোতা- শ্যামাশ্যাম কৃষ্ণপূজারি চট্টোপাধ্যায়, অডিও, ১২ জানুয়ারি, ২০২০, <https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=subhash>.

অধ্যাপক পবিত্র সরকারের সাক্ষাৎকার. শ্রোতা- শ্যামাশ্যাম কৃষ্ণপূজারি চট্টোপাধ্যায়, অডিও, ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৯, <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VAZtLkIS6tg5bkKwDlOshxB7Zx74V7jo>.